

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৮৯৪

১/ বিবিধ

আরবী

أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ
ضَعِيفٌ

رواه ابن عساکر (12 / 200 / 1) عن نوح بن قيس عن سلامة الكندي عن الأصبغ بن نباته عن علي بن أبي طالب قال: جاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن أنت لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فقال علي: اكتب على الأرض فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك، فكتب: إني محتاج، فقال علي: علي بحلة، فأتي بها، فأخذها الرجل فلبسها، ثم أنشأ يقول

كسوتني حلة تبلى محاسنها * * * فسوف أكسوك من حسن الثنا حلا
إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة * * * ولست تبقى بما قد قلته بدلا
إن الثناء ليحيى ذكر صاحبه * * * كالغيث يحيى نداء السهل والجبال
لا تزهد الدهر في زهد تواقعه * * * فكل عبد سيجزى بالذي عملا

فقال علي: علي بالدنانير! فأتي بمائة دينار فدفعتها إليه، فقال الأصبغ: فقلت: يا أمير المؤمنين! حلة ومائة دينار؟ قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قال: وهذه منزلة هذا الرجل عندي. قلت: وهذا إسناد واه جدا، آفته الأصبغ

هذا، فإنه متروك متهم بالكذب. وسلامة الكندي، كأنه مجهول، أورده ابن أبي حاتم من رواية نوح بن قيس هذا فقط عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والقصة تلوح عليها لوائح الوضع

وأما الحديث المترجم له، فقد أخرجه أبو داود، وأبو الشيخ في " الأمثال " (241) عن عائشة مرفوعا، وإسناده خير من هذا، ولكن فيه علل ثلاثة بينها في " تخريج المشكاة " رقم (4989 - التحقيق الثاني) . وأحدها الانقطاع، وبه أعله أبو داود نفسه، وأيده المنذري في " مختصره " (4675) وحسنه السخاوي لشواهد ذكرها، منها حديث معاذ المتقدم قبل حديث، وهو مع ضعفه البين هناك يختلف معناه عن هذا.

وأما الحاكم فجزم في " علوم الحديث " (ص 49) بصحة الحديث! ولعل منشأ هذا الوهم أن مسلما علقه في " مقدمة الصحيح "، وقد أشار لضعفه

বাংলা

১৮৯৪। তোমরা লোকদেরকে তাদের স্বস্থ মর্যাদা প্রদান কর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১২/২০০/১) নূহ ইবনু কায়েস হতে, তিনি সালামাহ কিন্দী হতে, তিনি আসবাগ ইবনু নুবাতাহ হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বললঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। আপনার নিকট উপস্থাপন করার পূর্বে আমি আল্লাহর নিকট তা উপস্থাপন করেছিলাম। আপনি যদি তা পূর্ণ করেন, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর আপনি যদি তা পূর্ণ না করেন তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার নিকট ওয়র পেশ করব। ... তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আসবাগ। কারণ তিনি মাতরুক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর সালামাহ কিন্দী সম্ভবত মাজহুল। তাকে (কিন্দীকে) ইবনু আবী হাতিম শুধুমাত্র এ নূহ ইবনু কায়েসের বর্ণনাতেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ঘটনাটিতে বানোয়াট হওয়ার আলামত চমকচ্ছে।

আর আলোচ্য হাদীসটিকে আবু দাউদ ও আবুশ শাইখ "আলআমসাল" গ্রন্থে (২৪১) আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি এ সনদ থেকে উত্তম। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি সমস্যা রয়েছে যেগুলোকে আমি "তাখরাজু মিশকাত" গ্রন্থে (৪৯৮৯) বর্ণনা করেছি। একটি হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা। আর আবু দাউদ নিজেই এর দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর মুনযেরী তার "মুখতাসার" গ্রন্থে তার কথাকে শক্তিশালী করেছেন। আর সাখাবী কতিপয় শাহেদ উল্লেখ করে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীস পূর্বে উল্লেখিত মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। সেটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সেটির অর্থ এটি হতে ভিন্ন। আর হাকিম "উলুমুল হাদীস" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এ সন্দেহের কারণ হচ্ছে এই যে, মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থের ভূমিকাতে মুয়াত্ত্বাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এর দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72777>

🔗 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন